- শিক্ষার্থীর ছোট ছোট ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করে তাকে উৎসাহিত করুন।

ইউনিট- ৬

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ

অধিবেশন- ১

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের বাহ্যিক ও সামাজিক দিক

লক্ষ্য

- শিক্ষণ-শিখনে সহায়ক শ্রেণিকক্ষের অনুকূল বাহ্যিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি।

ইউনিট- ৬ **অধিবেশন- ১**

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের বাহ্যিক ও সামাজিক দিক

ভূমিকা

একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। এ সমস্ত বিষয়ের একটি হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ দুই রকমের- বাহ্যিক ও সামাজিক। এই অধিবেশনে থাকছে সুন্দর, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত বাহ্যিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে কক্ষের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধিকরণ।
- শিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি সজ্জিতকরণ।
- শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা-ভিত্তিক আপনার তৈরীকৃত-প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ প্রদর্শনের উপযোগী পরিবেশ তৈরীকরণ।
- শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন।
- লুক্কায়িত শিক্ষাক্রমের (Hidden Curriculum) ধারণা-প্রদান ও উন্মুক্তকরণ।
- নিরাপদ ও কার্যকর শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরীর কৌশল শনাক্তকরণ, কাজগুলো দক্ষতার সাথে করতে পারবেন।

প্রশিক্ষকের নির্দেশক্রমে অধিবেশন শুরুর পূর্বে প্রথম তিন মিনিটে ইউনিট- ৫ এর অধিবেশন- ২ এর নির্দেশিত কাজগুলো দেয়ালে টানাবেন এবং পরবর্তী ০৫ মিনিটে আপনারা সকলে অন্যের মতামত ঘুরে ঘুরে পড়বেন; এসময় আপনারা ডায়রীতে অন্ততপক্ষে তিনটি উত্তম পরামর্শ তুলে নেবেন। এরপর দিনের মূল অধিবেশনের কাজ শুরু হবে।

পর্ব- কঃ শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুন্দর, স্বাস্থ্যসম্মত, মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়–

শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে? আপনার উত্তর কি হবে?

বাড়ির কাজের খাতায় সংক্ষিপ্ত উত্তরটি লিখুন। এরপর আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে যখন শিক্ষক কক্ষে মিলিত হবেন তখন এ বিষয়ে তাদের সাথে খোলামেলা আলাপ করবেন, জেনে নেবেন সঠিক উত্তর কি হতে পারে।

আপনি জানেন আমাদের দেশে এলাকার অবস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান কাঠামো দেখা যায়, যেমন-কাঁচা-টিন সেড, মেঝে পাকা টিন সেড, পাকা ইমারতসমূহ। কাঠামো যে রকমই হোক না কেন এর পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

আপনি যেহেতু নিজেও একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী সুতরাং দেশীয় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়সমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেসব সমস্যা আছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ পরিমিত ও যথোপযুক্ত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি সাজানোর ব্যবস্থা

আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি শ্রেণি ও বিষয়বস্তু উপযোগী করে সাজানোর ব্যবস্থা ও অবস্থা আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বা পরীক্ষাগারে আছে কি?

আপনাদের যদি নির্দেশ করা হয় আপনার এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকার কৌশলের মাধ্যমে এলাকার জন্য বাস্তবসম্মত বিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামোর একটি বর্ণনা প্রস্তুত করুন, আপনি কিভাবে কাজটি করবেন? এর জন্য কি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে?

যৌক্তিকতা সহকারে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করুন।

পর্ব- গঃ শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে শিক্ষার্থীর তৈরীকৃত বস্তু সামগ্রী প্রদর্শনের উপযোগীতা

যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষের দেয়াল কোন কিছু প্রদর্শন উপযোগী করে তৈরী করা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি স্টাডি সেন্টারে টিউটরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দলগতভাবে করবেন। অধিবেশন শেষে আপনাদের জন্য উত্তরের প্রতি কিছু ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রেণিকক্ষে কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে কী কী ধরণের উপকরণ তৈরী করতে পারেন যা দেওয়ালে টানিয়ে/লাগিয়ে প্রদর্শন করা যেতে পারে?

নির্দেশিত কাজ (আংশিক কাজ বাড়িতে করতে হবে)

আপনাদের মধ্যে যাদের ঘর বাড়ির মডেল তৈরি করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা একটি আদর্শ শ্রেণিকক্ষের মডেল চিত্র অঙ্কন করতে পারেন; শোলা অথবা কাঠের সাহায্যে একটি বাস্তব মডেলও তৈরি করতে পারবেন। সম্ভব হলে প্রশিক্ষকের সাথে পরামর্শক্রমে আপনাদের স্টাডি সেন্টারে এ রকম কাজের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন। আপনারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করবেন, কর্ম-তৎপরতা, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সহায়তা করে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করবেন। কাজ সম্পন্ন হলে চিত্র-কর্ম কক্ষের চতুর্দিকে টানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন মডেল টেবিলের উপর রাখবেন। পরবর্তীতে প্রতিটি কক্ষের সম্ভাব্য সুবিধা-অসুবিধা চিহ্নিত করবেন।

পর্ব- ঘঃ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির কৌশল

এবার আসুন, স্বাস্থ্যসম্মত শ্রেণিকক্ষে কাজ আরম্ভ করি।

শ্রেণিকক্ষে কীভাবে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়?

এ ব্যাপারে আপনি নিজ গৃহে একটি লিখিত পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন বা টিউটেরিয়াল কেন্দ্রে দলগতভাবে ভাবতে পারেন এবং কৌশলগুলো সাদা কাগজে লিখতে পারেন।

টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে সম্ভব হলে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে আপনাদের মধ্য হতে বাছাইকৃত ২/৩টি দল কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যান্য দল ফিডব্যাক প্রদান করবে।

প্রশিক্ষককে অনুরোধ করবেন শ্রেণি ব্যবস্থাপনার 'মানবীয় ব্যবস্থাপনা' দিকগুলোর সম্পর্কে ফিডব্যাক প্রদান করার জন্য।

পর্ব- ঙঃ লুক্কায়িত শিক্ষাক্রম ও একে উন্মুক্ত করার কৌশল

লুক্কায়িত শিক্ষাক্রম কী? কীভাবে একে উন্মুক্ত করা যায়?

- প্রশিক্ষক এ সময় উন্মুক্ত প্রশ্ন করে কয়েকজনকে উত্তর প্রদানের সুযোগ দেবেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় এর সুস্পষ্ট ধারণা দেবারও চেষ্টা করবেন।
- প্রশিক্ষক এ ব্যাপারে আপনাদের সকলকে কয়েকটি উদাহরণের অবতারণা করে ব্যাখা বিশ্লেষণ করে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

পর্ব- ছ: নিরাপদ ও কার্যকরী শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরীর কৌশল উদ্ভাবন

এবার আপনার জন্য প্রশ্নটি নিম্নরূপ–

নিরাপদ ও কার্যকরী শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ কী ভাবে তৈরী করা যায়?

আপনি উত্তরে কি বলবেন?

আসুন, আমরা ধাপে ধাপে উত্তর তৈরি করি। কী কী কারণে শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। এবার এসবকে কিভাবে সহযোগী পরিবেশে রূপান্তর করা সম্ভব তার সম্ভাব্য বর্ণনা তৈরি করুন। টিউটোরিয়াল অধিবেশনে গিয়ে টিউটরের নির্দেশনায় দৈবচয়ন-ভিত্তিতে অন্য কয়েকজনের উপস্থাপনা শুনুন।

প্রশিক্ষকের কাজ

প্রশিক্ষক এবার নিজেই কার্যকরী শ্রেণিকক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবেন। আপনারা এগুলো বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপগুলি সাদা কাগজে লিখবেন। সম্ভব হলে একজনের উপস্থাপনা ও উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ কৌশলগুলো শনাক্ত করুন।

আপনারা নিশ্চয় শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অনেক উদ্ভাবনী কৌশল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং পরবর্তীতে যথোপযুক্ত, নিরাপদ ও কার্যকরী শ্রেণি পরিবেশ তৈরীতে সক্ষম হবেন।

ব্যক্তিগতভাবে আপনারা সকলে স্মৃতি মন্থন, অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, মাথা খাটানোসহ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও উপস্থাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। দলীয়ভাবে মিথস্ক্রিয়া, আলোচনা, সহযোগিতামূলক শিখন, কাজের মাধ্যমে শিখন এসব কাজে আপনাদের অংশগ্রহণ ও কর্মব্যস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও প্রশিক্ষণার্থীদের আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রতিক্রিয়া থেকে আপনাদের নিকট এটা প্রতীয়মান হবে যে, আপনাদের শিখন হয়েছে।

নির্দেশিত কাজ

প্রত্যেকে আপনারা নিজ বিষয় উপযোগী একটি আদর্শ শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য চিত্র/ছক সহকারে চার্ট পেপারে বর্ণনা করুন। পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম ১০ মিনিটে আপনারা প্রশিক্ষকের পর্যবেক্ষণে দেয়ালে লাগানো চার্টগুলোতে উপযোগিতামূলক নম্বরসূচক প্রদান করবেন এবং সে অনুসারে পুনরায় দেয়ালে লাগাবেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ এবং সুস্বাস্থ্যের অনুকুল। শ্রেণিকক্ষের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীর মন-মেজাজ ও আগ্রহ তৈরীতে সহায়ক এবং প্রেরণাদায়ক।
- শিক্ষার্থীর শিখনের অনুকূল পরিবেশ অনেকটাই নির্ভর করে পরিমিত ও সুন্দর আসবাবপত্র, যথোপযুক্ত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণাদির উপর। এ সকলের সার্থক ব্যবহার শিক্ষার্থীর শিখনে আনন্দ ও আকর্ষণ বাড়াবে, পাঠ সহজবোধ্য হবে।
- শিক্ষার্থীর নিজ মেধা ও শ্রমে প্রস্তুতকৃত বস্তু সামগ্রীর প্রদর্শন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিখন কর্মে আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টিতে সহায়ক। যেহেতু আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনো তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এর ব্যবহারে সমর্থ নয় সেহেতু বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উপযোগী শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে মিথস্ক্রিয়ামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিখনে আগ্রহী করে তোলা শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করে তোলার কৌশলগুলো সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা ও এগুলোর ব্যবহারিক দক্ষতা শিক্ষকের পেশাগত জীবনে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত।
- লুক্কায়িত শিক্ষাক্রমের ধারণা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার উন্মেষ। তারা এর উন্মুক্তকরণের কৌশলকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত জীবনবোধ উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালানোর জন্য সহায়ক হবে।
- নিরাপদ ও কার্যকরী শ্রেণিকক্ষের ধারণা নতুন শিক্ষকদেরকে স্ব-উদ্যোগে সুন্দর ও অনুকূল শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরীতে প্রেরণাদায়ক বলে বিবেচিত হবে।
- শ্রেণি শিক্ষণে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ফলপ্রসূ শিক্ষণ ও শিখনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বর্তমান পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গঠনে এবং জ্ঞান-দক্ষতার প্রয়োগে কুশলী ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

সম্ভাব্য উত্তর

সম্ভাব্য উত্তর: পর্ব- ক

প্রশিক্ষকের পরামর্শ এরূপ হতে পারে- শিক্ষার্থীরা ক্যাপ্টেনের নির্দেশনায় পালাক্রমে শ্রেণিকক্ষে রাখা একাধিক ডাস্টার দিয়ে প্রতি পনেরো দিন পর একটি পিরিয়ডে শ্রেণির আসবাবপত্র মুছবে এবং মাসে একদিন এক পিরিয়ডে ঝুল-ঝাড়ু দিয়ে দেয়াল, সিলিং পরিষ্কার করবে। প্রতিষ্ঠানে মাসে একদিন-একঘন্টার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক শিক্ষার্থীর ড্রিল পালন করা যেতে পারে যেখানে শিক্ষার্থীদের এরূপ সামাজিক কাজের জন্য পুরস্কৃতও করা হবে। একজন ঝাড়ুদার প্রতিদিন ক্লাশের শেষে ঝাড়ু দিবে ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- খ (প্রথম প্রশ্নের উত্তর)

আসবাবপত্র-শিক্ষার্থীর জন্য ডেস্ক ও চেয়ার, শিক্ষকের জন্য উঁচু মঞ্চ, ছোট টেবিল (চেয়ার ছাড়া), লেকচার ডায়াস ইত্যাদি থাকা অতি উত্তম।
অন্যথায় দুইজন বা তিনজন বসার উপযোগী উচু ও নীচু বেঞ্চ (জোড়া ছাড়া) দলীয় কাজের জন্য সুবিধাজনক হয়। এ ভাবে প্রশিক্ষক উদ্ভাবনী চিন্তার দ্বারা আধুনিক আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদির উল্লেখপূর্বক ফিডব্যাক দিতে পারেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- গ

পারটেক্স বোর্ড দিয়ে গোটা একটা দেওয়াল মোড়ানো যায়, খন্ড খন্ড পুশ-পিন বোর্ড দেওয়ালে সেটে দেয়া যায়, অল্প দামের কাঠের বোর্ড যাতে হুক লাগিয়ে তালিকা ও অন্যান্য উপকরণ টানানো যায় কিংবা আঠালো-টেপ ব্যবহার করা যায়, কাঠ দিয়ে ছোট/বড় বোর্ড তৈরী কিংবা অর্থাভাবে শক্ত দড়ি টান টান করে বেঁধে তাতে কাপড় শুকাতে দেওয়া ক্লিপ দিয়েও চার্ট ইত্যাদি ঝুলানো যায় ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ঘ

পরিচ্ছন্ন, বিন্যস্ড়, সুন্দর ও মনোরম শ্রেণি পরিবেশ, যথোপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সমাহার, বিজ্ঞানসম্মত ও ফলপ্রসু শিখন উপযোগী পাঠদান, শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা কৌশল, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে আপনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ঙ

শিক্ষাক্রমে লিখিত নয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর আচরণে তা প্রত্যাশিত, এ সমস্ত বিষয়াদিই লুক্কায়িত শিক্ষাক্রম। যেমন পূর্বে আমাদের শিক্ষাক্রমে নন-একাডেমিক বিষয়াদি এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটিজ হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রতিষ্ঠানে বাধ্যবাধকতারূপে এগুলো করা হোত না; কিন্তু শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশে তা প্রত্যাশিত ছিল। বর্তমানে ঐ বিষয়গুলো সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি হিসেবে শিক্ষাক্রমের অনিবার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখন আর এগুলো লুকায়িত শিক্ষাক্রম নয়।
লুক্কায়িত শিক্ষাক্রমকে শিক্ষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্মুক্ত করতে পারেন। যেমন মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর জন্য শিক্ষক একত্রে মসজিদে নামাজের পরে স্বল্প সময়ে ধর্মীয় উপদেশ দানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ পর্ব- ছ

শ্রেণিকক্ষ ভৌত পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে- বহুদিনের পুরাতন বিদ্যুৎ সংযোগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ সংযোগ, যন্ত্রপাতির বিশৃঙ্খলা, (বিজ্ঞান বিষয়সমূহের পরীক্ষাগার কক্ষের ক্ষেত্রে) এসিড, গ্যাস রক্ষণাবেক্ষনের ত্রুটি ইত্যাদি। কার্যকরী শ্রেণিকক্ষ হতে পারে পরিস্কার-

পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, সাজানো-গোছানো, বিষয়-ভিত্তিক সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি।

ইউনিট- ৭

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন– ১: অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কৌশল

লক্ষ্য

- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল জানা।

অধিবেশন– ২

সহযোগিতামূলক শিক্ষণ পদ্ধতি

লক্ষ্য

- শ্রেণিকক্ষের সহযোগিতামূলক শিখন কৌশল আয়ত্ত্ব করা।

ইউনিট- ৭ **অধিবেশন- ১**

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কৌশল

ভূমিকা

আপনাদের জানা আছে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যলয়ে প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা অত্যাধিক। শিক্ষককে তাই জানতে হয়, ভাবতে হয়, পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় তিনি কি করে এ ধরনের শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করবেন। এই অধিবেশনে মূলত এ সম্পর্কিত আলোচনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সুব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কৌশলসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রেণিকক্ষে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষকের গতিবিধি ও পায়চারীর কৌশলগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।
- জেন্ডার সচেতনতার নিশ্চয়তা বিধান কৌশল অনুশীলন ও কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন।
- অনগ্রসর/সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভূক্তকরণের চাহিদা নিরূপণ ও তা পূরণের কৌশল নির্ধারণ করতে পারবেন।

পর্ব- ক

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রস্তুত করতে বলা হলে আপনার মতে তাতে মূল কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে? লিখিত উত্তর প্রস্তুত করুন।

''অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণি কক্ষের বৈশিষ্ট্যগুলো''– এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

টিউটরের পূর্ব সম্মতিক্রমে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলো পোস্টারে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী টিউটোরিয়াল অধিবেশনে দলগতভাবে উপস্থাপন করুন।

উপস্থাপনার আলোকে আপনাদের মধ্যে যে কেউ যদি কোন নতুন পয়েন্ট যোগ করতে চায় তা করবেন তিনি।

পর্ব- খ

পাঠদান পরিচালনার কৌশলগুলো চিহ্নিত করার জন্য আপনাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলে আপনি কি লিখবেন?

আপনাদের সবার চিহ্নিত কৌশলগুলো পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করে টিউটোরিয়াল অধিবেশনে দলের পক্ষ থেকে একজনকে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

প্রশিক্ষককে অনুরোধ করুন উত্থাপিত কৌশল/উপায়গুলো সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সংবলিত বক্তৃতা প্রদান করার জন্য।

এ পর্যায়ে আপনারা এককভাবে উল্লেখিত কৌশলগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম পাঁচটি কৌশলের তালিকা প্রণয়ন করতে পারেন।

পর্ব- গ

সার্থক শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষকের পায়চারী ও গতিবিধির বিভিন্ন দিক।

আজকের চলমান সময়ে যে কোন কাজের একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাপনা ছক তৈরি করতে হয় শ্রেণিকক্ষ পঠন-পাঠন ও এর অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয় ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করে এবং একটি শ্রেণিতে ৫০ বা তার বেশি শিক্ষার্থী থাকে। সুতরাং শিক্ষককে প্রতি দিনকার, প্রতি পিরিয়ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়।

এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, শ্রেণিকক্ষে তাঁর নিজের পদচারণা।

শ্রেণিকক্ষের আয়তন এবং আসন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে খোলা জায়গাটুকুতে তিনি চলাফেরা করে সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, মনোযোগ ধরে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পিরিয়ডের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাঠ্যবিষয়বস্তুর উপস্থাপন করবেন। শিক্ষকের নিজের পায়চারী এবং হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গি যেন কোনক্রমেই কোন শিক্ষার্থীর বিরক্তি উৎপাদন না করে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় শিক্ষককে। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে আপনাকে এ সমস্ড় বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

আপনি যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন কিংবা অনুশীলনী পাঠদানের জন্য যে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করছেন তার নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে আপনি কিভাবে চলাফেরা করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

পর্ব- ঘ

পরবর্তী টিউটোরিয়াল অধিবেশনে টিউটরের নির্দেশনায় প্রতি দুইজন প্রশিক্ষণার্থীর ছোট দলে জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রকাশ করুন এবং একটি লিখিত সারাংশ প্রস্তুত করুন।

প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কিত ধারণাগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।

প্রশিক্ষক OHP র মাধ্যমে জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কিত কৌশলগুলো প্রদর্শন করবেন।

প্রশিক্ষক তাদের এ সম্পর্কিত ধারণাগুলো নিজেদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় লিখিত আকারে প্রস্তুত করতে বলবেন।

অনুশীলন শেষে এ সম্পর্কে ২/৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে নির্দেশ দেবেন।

পর্ব- ঙ

১৯. প্রথমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের অনগ্রসর/সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী সম্পর্কে মিনি লেকচার দিবেন।

২০. এরপর এ ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদা দলীয়ভাবে নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ৫/৬ টি দলে ভাগ করে দিবেন।

২১. চাহিদা চিহ্নিত করার পর চাহিদা পূরণের সম্ভাব্য কৌশলগুলো শিক্ষার্থীদের পোষ্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য বলবেন।

২২. ফলাবর্তনের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন আহ্বান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন

আপনি নিজে স্বমূল্যায়নের জন্য অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য, অংশগ্রহণমূলক পরিচালনার কৌশল, শিক্ষার্থীর সাথে সংযোগ রক্ষার কৌশল, জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কিত কৌশল, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ, ইত্যাদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখুন।

কাজ

বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মূল শিখনীয় বিষয়সহ আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ হতে সংশ্লিষ্ট topic এর উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে বাড়িতে পড়ুন। মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আপনি TP- 2 পরিচালনা করবেন এবং মডিউল শেষে লিখিত আকারে ফিডব্যাক প্রশিক্ষককে দেখাবেন। তাঁর নিকট হতে কার্যপরিচালনা উন্নততর করার পরামর্শ নেবেন।

মূল শিখনীয় বিষয়

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির অসুবিধাসমূহ ও তা উত্তরণের উপায়

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণিতে আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত সেখানে ১ঃ৪০ হওয়া আবশ্যক সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে এই অনুপাত প্রায়শই ১ঃ৮০ বা তারও বেশী হয়ে থাকে।

২. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না।

৩. পিছিয়ে পড়া শিক্ষাথীদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়।

৪. শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে এ ধরনের শ্রেণিতে।

৫. শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রমের গতি শ্লথ হয়।

৬. শ্রেণির কাজ যাচাই ও তদারকী ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

৭. শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন সুচারুভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৮. শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রেণির শেষতম বেঞ্চের শিক্ষার্থী পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

৯. শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে পাঠদানের জন্য দলগত কাজ প্রদান বা সক্রিয়তাধর্মী অন্যান্য পাঠদান কৌশলগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

১০. অধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির কারণে শ্রেণিকক্ষে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

১১. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণি কক্ষের পিছনে বসা শিক্ষার্থীরা চক বোর্ডের কাজ দেখতে পায় না।

১২. শিক্ষকের পক্ষে বাড়ির কাজ আদায় করা ও তা মূল্যায়ন করা সময়সাধ্য ও কষ্টকর হয়ে পড়ে।

অসুবিধা উত্তরণের উপায়

- স্কুলের শ্রেণিসমূহ আয়তাকার হওয়া আবশ্যক।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুলের প্রতি শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- আলোর বিপরীতে চক বোর্ড স্থাপন করা।
- বোর্ডে স্পষ্টভাবে বড় বড় করে লেখা।
- প্রতিবারে শিক্ষার্থী টুকে নেবার পর বোর্ডের কাজ মুছে ফেলা।
- শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে প্রথম সারি থেকে শেষ সারিতে বসার বৃত্তাকার নিয়ম চালু করা।

- শিক্ষার্থীদের সাথে চাক্ষুস সম্পর্ক স্থাপন করা।
- শ্রেণিতে সক্রিয়তাধর্মী কৌশলসমূহ যথা জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো ইত্যাদি প্রয়োগ করা।
- শ্রেণিকক্ষে মার্জিত ও মান ভাষা ব্যবহার করা।
- শ্রেণিতে উচ্চস্বরে কথা বলা ও কণ্ঠস্বরের উঠানামার মাধ্যমে শ্রেণি পাঠনাকে আকর্ষণীয় করা।
- শ্রেণির অগ্রসর শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো।
- যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষকের শ্রেণিতে প্রবেশ করা।
- শ্রেণির প্রশ্নোত্তর পর্বে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইংরেজী VUXH পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ পরিচালনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষের পাঠদান কর্মকান্ড হতে পাঠগ্রহণ শিক্ষার্থীর জন্য একটি মানসিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কার্যক্রমে মনোযোগী ও সক্রিয় রেখে শিখনকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিক্ষকের জন্য পাঠদানে একমুখিতা পরিহার করা আবশ্যক। আধুনিক পাঠদান কৌশলে তাই সক্রিয়তাধর্মী, অংশগ্রহণমূলক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নরূপ কৌশলসমূহ অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন:

- পাঠ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুঁজে বের করা।
- শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ, উত্তর দানের জন্য তাদের প্রশংসা করা।
- পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার জন্য সচেষ্ট থাকা।
- শিক্ষার্থীদের সবসময় একক ভাবে শ্রেণির কাজ না দিয়ে জোড়ায় বা দলে কাজ দেয়া ও তা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা।
- চক বোর্ড ব্যবহার করা।
- চক বোর্ডের কাজগুলো সব শিক্ষার্থী খাতায় তুলছে কিনা তা তদারক করা।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে চক বোর্ডে কাজ করার জন্য আহ্বান করা।
- শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করে শিক্ষক সাথে সাথে উত্তর না দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা আহ্বান করার চেষ্টা করা।
- শিক্ষার্থীদের বদ্ধ প্রশ্ন না করে উন্মুক্ত প্রশ্ন করা।

- শিক্ষক শ্রেণিতে এমনভাবে দাঁড়াবেন, পায়চারী করবেন যাতে পুরো শ্রেণি সব সময় তার দৃষ্টির মধ্যে থাকে।
- সমস্যা সমাধান, মাথা খাটানো, পোষ্ট বক্স ইত্যাদি উৎসাহব্যাঞ্জক কৌশলগুলো শ্রেণিতে ব্যবহার করা।
- শ্রেণির কাজ সংশোধনের ক্ষেত্রে সতীর্থদের ব্যবহার করা।

শিক্ষকের পায়চারী/গতিবিধির সাথে সকল শিক্ষার্থীর সংযোগ রক্ষার কৌশল

- সক্রিয়তাধর্মী ও অংশগ্রহণমূলক পাঠের ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকেন শিক্ষক। তিনি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে নিজে সহায়তাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর এই নতুন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সংযোগ রক্ষা করা একটি চ্যালেঞ্জ বটে। শিক্ষক নিম্নরূপ কৌশলসমূহ অবলম্বন করে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে পারেন:
- শ্রেণিতে এক স্থানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে না থেকে পুরো শ্রেণীর উপর দৃষ্টি রেখে পরিমিতভাবে চলাফেরা করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীর সাথে চাক্ষুস সংযোগ রক্ষা করবেন।
- চক বোর্ডের কাজ শিক্ষার্থীরা করছে কিনা/খাতায় তুলছে কিনা তা তদারক করার জন্য শ্রেণির অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে তিনি প্রবেশ করবেন। তবে এমন ভাবে শিক্ষক দাঁড়াবেন যাতে সব সময় পুরো শ্রেণি তার দৃষ্টিতে থাকে।
- প্রশ্নোত্তর, বোর্ডের কাজ, দলীয় কাজ, জোড়ায় কাজের সময় অগ্রসর শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়, চুপ চাপ, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকেও জড়িত করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশে মাঝে মাঝে দাঁড়াবেন।

জেন্ডার পরিবীক্ষণ

নারী পুরুষ সমদর্শীতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত কাজের অগ্রগতি খোঁজ খবর করার প্রক্রিয়াই হল জেন্ডার পরিবীক্ষণ। এ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কোন একটি কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে কিনা পরিকল্পনা অনুসারে তা তদারক করা এবং সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জেন্ডার পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নির্দেশক চিহ্নিত করা। প্রকল্প বা কর্মসূচী বিশেষে এই পরিবীক্ষণের নির্দেশক ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। জেন্ডার পরিবীক্ষণের মৌলিক নির্দেশক হচ্ছে জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা শনাক্তকরণ। নারী কর্তৃক পরিচালিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচী ইতিবাচক বা নৈতিবাচক কোন ধরনের প্রভাব ফেলেছে, এ উন্নয়নের ফলে নারীর কোন ধরনের জেন্ডার চাহিদা (বাস্তবমুখী/কৌশলগত) পূরণ হচ্ছে তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে মূলত জেন্ডার পরিবীক্ষণ করা হয়।

জেন্ডার শব্দটির আভিধানিক অর্থ লিঙ্গ। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য। যেমন- পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, ক্লিব লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন সাহিত্যে জেন্ডার ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। একজন পুর"ষ বা নারী হিসেবে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী, পুর"ষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শরীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনীয়। আর জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী, পুরুষের পরিচয়। সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী, পুর"ষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী, পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনীয়। সেক্স বা লিঙ্গ হচ্ছে নারীত্ব ও পুরুষত্বের জৈবিক বা শারীরিক উপাদান, আর নারী ও পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্ড়াত্ত্বিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক বোধ হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষ কি রকম চিন্ড়া করছে, কি ভাবছে, কি ধরনের কাজ করছে, সে ধারণা প্রদান করে। নারী ও পুর"ষের কার কি রকম পোষাক-পরিচ্ছদ হবে, কে কি রকম আচার আচরণ করবে, আশা-আকাংখা প্রত্যাশাগুলো কার কি রকম হবে তা প্রকাশ করে জেন্ডার। যেমন, প্রচলিত জেন্ডার ধারনায় নারীরা হলো দুর্বল, কোমল হৃদয়, আবেগপ্রবণ, শান্ত, নম্র। আর পুরুষেরা হলো কঠোর, সরল, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এ ছাড়াও জেন্ডার সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কি তাও নির্ধারণ করে। যেমন রান্না-বান্না, সন্ড়ান লালন পালনসহ ঘরের কাজ হলো নারীর কাজ। আর আয়-উপার্জন, বিচার, সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি বাইরের কাজ হল পুরুষের। কিন্তু এ সব বিষয় দেশ বা সংস্কৃতি ভেদে যে ভিন্ন ভিন্ন হয় তা ইউরোপীয় নারী ও পুরুষ এবং বাংলাদেশী নারী ও পুরুষের ভূমিকার তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা ইউরোপের একজন নারী এবং বাংলাদেশের নারী উভয়েই একই লিঙ্গ অর্থাৎ তারা উভয়েই মেয়ে হলেও তাদের কাজ, ভূমিকা, আচার, আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। ইউরোপে একজন নারী অবাধে তার পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরতে পারে, অবাধে চলাফেরা করতে পারে, পুরুষের মত কাজ কর্ম বা সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের একজন নারীর পক্ষে পুরুষের মত স্বাধীনভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করা সামাজিক কারণে এখনও সম্ভব নয়। যেহেতু এই সব বিষয় সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত তাই সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে অর্পিত নারী পুর"ষের বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণ ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থী

আমাদের দেশের স্কুলের শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম পরিচালনার সময় লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার্থীরা মূলত মিশ্র ক্ষমতা সম্পন্ন। সম ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী কিছু কিছু নামী দামী ভাল স্কুলেই কেবল দেখা যায়। স্কুলের শিক্ষার্থীদের ধরণ ও গ্রহন ক্ষমতা বিচারে সাধারণত শিক্ষকেরা অতি অগ্রসর, অগ্রসর, পিছিয়ে পড়া এই ৩ ভাগে বিভক্ত করেন, পাঠ পরিকল্পনা করে থাকেন ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। পাঠ পরিকল্পনা করার সময়ও এই ৩ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, চাহিদার নিরিখেই তিনি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সংশি- ষ্ট শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখা ও করার জন্যই বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল শ্রেণি পাঠনায় ব্যবহার করেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রেণিতে এমন কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা বুদ্ধ্যংক, শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক সামাজিক কারণে শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো শ্রেণিতে পঠন পাঠনের জন্য সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা থেকে সমানভাবে থেকে উপকৃত হয় না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদের-কে সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থী বলা যায়। যে সমস্ত কারণে শিক্ষার্থীরা সুবিধা বঞ্চিত হয় সেগুলো নিম্মরূপ:

- কানে কম শুনা।
- চোখে কম দেখা।
- আকারে ছোট হওয়া।
- আদিবাসী/উপজাতীয় হওয়া।
- অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আসা।
- সামাজিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়া।
- অনগ্রসর এলাকার বাসিন্দা হওয়া।
- শারীরিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা থাকা।

এই জাতীয় শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করার জন্য শিক্ষককে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় এবং তাদের অসুবিধাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে শ্রেণির কার্যক্রম বিন্যস্ত করতে হয়। এজন্য তিনি নিম্নরূপ ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে পারেন:

- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহমর্মি আচরণ করা।
- প্রতি শিক্ষার্থীর অসুবিধা দূর করার জন্য সময়োচিত ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ- যেমন, কেউ যদি আকারে ছোট হয়, কানে কম শুনতে পায়, চোখে কম দেখে তাকে শ্রেণির সামনে বসানোর ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে সমভাবে জড়িত করা।
- শ্রেণির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনভাবে উপকরণ ব্যবহার করা যাতে সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পায়।
- বোর্ড ব্যবহার করা।

- শ্রেণিতে উদাহরণ, বক্তব্য দেয়ার সময় অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, ধারণার প্রতিফলন রাখা।
- আদিবাসী, উপজাতীয় শিক্ষার্থীদের উচ্চারণগত, ভাষাগত সমস্যার কথা মনে রাখা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীদের অপ্রকাশ্য ও স্পর্শকাতর বিষয় প্রকাশ্যে সকলের সামনে তুলে না ধরা।
- এ ধরনের শিক্ষার্থী কোন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার যাতে না হয় সে ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

উলে- খ্য, তাদের যদি প্রকাশ্যে চিহ্নিত করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের স্বীকার হতে পারেন।

শিক্ষকের সযত্ন প্রয়াসেই কেবল সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা ক্রমে ক্রমে অন্য শিক্ষার্থীদের মত বিকশিত হতে পারে।